জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৪১ বাংলাদেশের উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে আমন মৌসুমে চাষাবাদ উপযোগী একটি জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০০৩ সালে জাতটি উদ্ভাবন করে। উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে স্থানীয় জাত রাজাশাইল, কাজলশাইল, পাটনাই, মরিচশাইল ইত্যাদি জাতের আবাদ হচ্ছে সেখানে ব্রি ধান৪১ চাষাবাদযোগ্য।

ব্রি ধান৪১

জাতের বৈশিষ্ট্য

- জাতটি আলোক সংবেদনশীল।
- গাছের উচ্চতা ১১৫ সেমি।
- এ ছাড়াও এ জাতের গাছ মজবুত তাই সহজে হেলে পড়ে না।
- চাল লম্বাটে মোটা ও স্বচ্ছ সাদা এবং ভাত সুস্বাদু।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৮.৫ লাখ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা রয়েছে। যদিও আমন মৌসুমে লবণাক্ততা সাধারণত কম থাকে। লবণাক্ততার কারণে ফসল উৎপাদন বিশেষত উফশী ধান চাষ বিঘ্নিত হচ্ছে। চারা ও থোড় অবস্থায় ব্রি ধান৪১ সাধারণত ৮ ডিএস/মিটার অর্থাৎ মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। অক্টোবর মাসে বৃষ্টিপাত না হলে বা কম হলে লবণাক্ততা বেড়ে যায়। এ অবস্থায় ব্রি ধান৪১-এর চাষ করে স্থানীয় জাতের চাইতে অন্তত দ্বিগুণ ফলন পাওয়া যাবে। আমন মৌসুমে দক্ষিণাঞ্চলে সাধারণত ৩০-৫০ দিনের চারা হাঁটু পানিতে সহজেই রোপণ করা যায়। অন্যান্য অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতেও জাতটি আবাদযোগ্য।

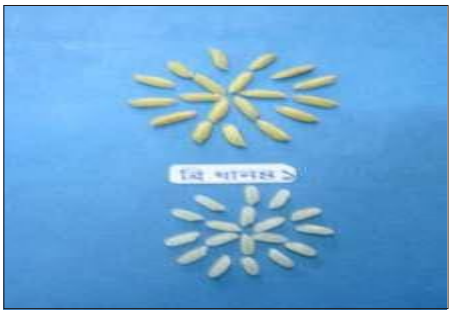

জীবনকাল

এর জীবনকাল প্রায় ১৪৮ দিন।

ফলন

হেক্টর প্রতি ফলন ৪.০-৪.৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন :** ১০-৩০ আষাঢ় (২৫ জুন-১৫ জুলাই)।

২. **চারার বয়স :** ৩০-৪০ দিন।

৩. **রোপণ দূরত্ব :** ২৫ X ১৫ সেন্টিমিটার।

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) :**

৪.১

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্ক
২০	১২	৯	৮	১.৫

৪.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম।

৫. **আগাছা দমন :** রোপণের পর ৩০-৪০ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৬. **সেচ ব্যস্থাপনা :** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৭. **রোগবালাই দমন :** অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা আবশ্যক। এ জাতটি টুংরো ও খোল পোড়া রোগ মধ্যম প্রতিরোধশীল।

৮. **ফসল কাটা :** ১৫-৩০ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর)।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd